চুয়াডাঙ্গায় ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতামূলক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা

চুয়াডাঙ্গায় ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতামূলক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা উদ্বোধন করা হয়েছে। ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার প্রতিপাদ্যে চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন মডেল মসজিদ হল রুমে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নিজস্ব মিলনায়তনে ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতামূলক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

বুধবার চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(শিক্ষা ও আইসিটি) আরাফাত রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন।

এ সময় তিনি বলেন, বাংলাদেশের সংবিধানে অসাম্প্রদায়িক দেশের কথা বলা হয়েছে। আমরা অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়তে কাজ করে যাচ্ছি। আমরা যে যে ধর্মের মানুষই হইনা কেন আমাদের কতিপয় দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে। আমরা সমাজবদ্ধভাবে সামাজিক জীব হিসেবে এক সাথে কাজ করতে চাই দেশের উন্নয়নে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন। আরো উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাব সভাপতি সরদার আল আমিন, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ সিদ্দিকুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা হিন্দু বৌদ্ধ ঐক্য পরিষদের সভাপতি মার্টিন হিরোক, চুয়াডাঙ্গা নিউ মার্কেট জামে মসজিদের পেশ ইমাম জুনাইদ আল হাবিব সহ শতাধিক সকল ধর্মাবলম্বী নেতৃস্থানীয় সদস্যবৃন্দ, প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিকস মিডিয়ার সদস্যবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ।

পবিত্র কুরআন অবমাননার প্রতিবাদে জেলা ইমাম সমিতির সংবাদ সম্মেলন

সুইডেনে পবিত্র কুরআন অবমাননার প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলা ইমাম সমিতির সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার বিকেলে হোটেল বাজার জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা ইমাম সমিতির সভাপতি রোকনুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন, প্রচার সম্পাদক আব্দুল ওহাব ও পৌর ইমাম সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক শাহজাহান ,তথ্য সম্পাদক ইদ্রিস আলী প্রমুখ।

মেহেরপুরে ইমামদের নিয়ে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ প্রতিরোধ শীর্ষক কর্মশালা

মেহেরপুরে ইমামদের নিয়ে ‘সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা, সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ প্রতিরোধ এবং সামাজিক সমস্যা নিরসণ’ শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার দুপুরে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের উদ্যোগে সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের উপপরিচালক এ জে এম সিরাজুম মূনিরের সভাপতিত্বে কর্মশালা প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: ওবায়দুল্লাহ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার গোলাম সরোয়ার, সদর থানার এসআই সোহরাভ হোসেন ।

কর্মশালায় মেহেরপুর সদর উপজেলাধীন সকল মসজিদের ইমামরা অংশগ্রহণ করেন।

সুইডেনে পবিত্র কুরআন অবমাননাকারীদের বিরুদ্ধে দামুড়হুদায় বিক্ষোভ

দামুড়হুদায় সর্বস্তরের মুসলিম তৌহিদী জনতার পক্ষ থেকে সুইডেনে পবিত্র কুরআন অবমাননার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার জুম্মার নামাজের পরে উপজেলা চৌরাস্তার মোড় থেকে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা সদরে জুম্মার নামাজের পরে সর্বস্তরের মুসলিম তৌহিদী জনতা একত্রে হয়ে পবিত্র কুরআন অবমাননার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল করে। দামুড়হুদা চৌরাস্তার মোড় থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে বাস স্ট্যান্ড প্রদক্ষিণ করে আবার চৌরাস্তা মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। হাজার হাজার তৌহিদী জনতার উপস্থিতিতে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল শেষে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় বক্তব্য রাখেন বাসস্ট্যান্ড জামে মসজিদের ঈমাম মাওলানা মুফতি এখলাছুর রহমান, দামুড়হুদা বাজার পাড়া জামে মসজিদের ইমাম হাফেজ মাওলানা মুফতি সামিউল্লাহ, দামুড়হুদা রাবেয়া তাপসী এতিমখানা মাহতামিম মাওলানা আব্দুস সাত্তার। সমাবেশ শেষে দোয়া অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন উপজেলা জামে মসজিদের ঈমাম হাফেজ মাওলানা আশরাফুল আলম।

[redacted]

[redacted]

পবিত্র কোরআন অবমাননাকারীর মৃত্যদন্ড ও সুইডেন সরকারকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার দাবী জানানো হয়।

উল্লেখ: গত শনিবার সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে তুর্কী দুতাবাসের সামনে দানেশ উগ্রপন্থী নেতা রাজমুস ফালুদার নেতৃত্বে পবিত্র কোরআন শরীফ অবমাননার ঘটনা ঘটে। এঘটনার পর থেকে বিশ্ব মুসলিম প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। সে থেকে সুইডেন সরকারকারের বিরুদ্ধে নড়েচড়ে বসেছে সারা বিশ্বের মুসলিম।

মেহেরপুরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরস্বতী পূজা উদযাপন

মেহেরপুরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মন্দিরে স্বরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহপরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মেহেরপুর শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালি মন্দির,নায়েববাড়ী মন্দিরসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৃথকভাবে সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

এ উপলক্ষে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বিশেষ করে শিক্ষার্থীরা তাদের জ্ঞান অর্জনের জন্য সরস্বতী পূজার আয়োজন করে। সনাতন ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, জ্ঞান ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী তার আশীর্বাদের মাধ্যমে মানুষের চেতনাকে উদ্দীপ্ত করতে প্রতি বছর আবির্ভূত হন ভক্তদের মাঝে। শিক্ষার্থীরাই এই পূজায় বেশি মনোযোগী হয়।

আম বয়ানের মধ্যে দিয়ে বিশ্ব ইজতেমা দ্বিতীয় পর্ব শুরু

গতকাল শুক্রবার বাদ ফজর আম বয়ানের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে বিশ্ব ইজতেমার দ্বিতীয় পর্ব। টঙ্গীর তুরাগ নদীর তীরে বিশ্ব ইজতেমার দ্বিতীয় পর্বে অংশ নিচ্ছেন দিল্লির মাওলানা সাদ কান্ধলভীর অনুসারীরা।

গতকাল শুক্রবার বাদ ফজর পাকিস্তানের মাওলানা ওসমানের আম বয়ানের মধ্যদিয়ে ইজতেমার দ্বিতীয় পর্বের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। বাংলায় তরজমা করেন মাওলানা জিয়া বিন কাসিম।

ময়দানে অবস্থানরত বিদেশিদের জন্য মূল বয়ানটি আবার তাদের নিজ নিজ ভাষায়ও তাৎক্ষণিক অনুবাদ করা হয়।

আয়োজকদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, বিশ্ব ইজতেমার মূল পর্ব শুক্রবার থেকে শুরু হওয়ার কথা থাকলেও গত বুধবার থেকেই দলে দলে তাবলীগের মানুষরা ইজতেমা ময়দানে এসে অবস্থান নিয়েছেন। তারা দলে দলে মাঠের ভেতরে ঢুকে নিজ নিজ জেলার খিত্তায় অবস্থান নিতে শুরু করেছেন। মানুষের উপস্থিতিতে ইজতেমা ময়দান পূর্ণ হয়ে গেছে।

ইজতেমা ময়দানে বিদেশি মেহমানদের জন্য পশ্চিম-উত্তর দিকে আলাদা তাবু নির্ধারিত রয়েছে। সেখানে আধুনিক সব ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আর দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা মানুষদের অবস্থানের জন্য দ্বিতীয় পর্বে পুরো ইজতেমা ময়দানকে জেলা ওয়ারী ৮৫টি খিত্তায় ভাগ করা হয়েছে।

এদিকে গতকাল শুক্রবার জুম্মা নামাজের জন্য লাখো লাখো মুসল্লী অংশ নিতে সকাল থেকে জমায়েত হয়েছে।
গতকাল শুক্রবার জুম্মার নামাজ পরিচালনা করেন মাওলানা সা’দ কান্ধলভীর বড় ছেলে মাওলানা ইউসুফ কান্ধলভী। বাস, ট্রাক, ট্রেন বা পায়ে হেঁটে টুপি-পাঞ্জাবি পরিহিত তাবলীগ জামাতের অনুসারীরা টঙ্গীর ইজতেমা ময়দানে আসছেন। মানুষের এ স্রোত এখনও অব্যাহত রয়েছে। রোববার আখেরি মোনাজাতের আগ পর্যন্ত মানুষের এ আগমন অব্যাহত থাকবে।

আম বয়ানে শুরু ইজতেমার দ্বিতীয় পর্ব

খাবার ও গোসলের বিরতি দিয়ে রোববার পর্যন্ত চলবে ঈমান-আমলসহ তাবলীগের ছয় উসুলের বয়ান। সেদিন হেদায়তী বয়ান শেষে অনুষ্ঠিত হবে আখেরি মোনাজাত।

কুষ্টিয়া থেকে ইজতেমায় যোগ দিতে আসা শামস সুমন বলেন, দশ বছর আগে একবার এসেছিলাম। আবার গতকাল সকালে রওনা হয়ে রাতে ইজতেমার মাঠে যোগ দিয়েছি। তিনি বলেন, মিরপুর উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়ন থেকে একটি বাসযোগে ৫০ জন এই ইজতেমায় এসেছেন। দ্বীন ও ইসলাম বিষয়ে নানান আলোচনায় মশগুল ছিলাম সারাদিন।

বিশ্ব ইজতেমার আয়োজক কমিটির সুরা সদস্য মাওলানা সৈয়দ ওয়াসিফুল ইসলাম জানান, ২০১৯ সাল থেকে ভারতের মাওলানা সাদ কান্ধলভী বাংলাদেশে বিশ্ব ইজতেমায় যোগ না দিলেও এবার দ্বিতীয় পর্বের ইজতেমায় যোগ দিতে তার ছেলে মাওলানা ইউসুফ বিন সাদ কান্ধলভী, মাওলানা সাঈদ বিন সাদ কান্ধলভী, মাওলানা ইলিয়াস বিন সাদ কান্ধলভী এবং মেয়ের জামাতা মাওলানা হাসান বৃহস্পতিবার দুপুরে টঙ্গীর ইজতেমা মাঠে এসে যোগ দিয়েছেন।

মাওলানা সাদ-এর তিন ছেলেই ইজতেমায় বয়ান করেন।
বিশ্ব ইজতেমার মিডিয়া সমন্বয়কারী মোহাম্মদ সায়েম বলেন, গতকাল শুক্রবার জুম্মার নামাজ ও বিশ্ব ইজতেমার আখেরি মোনাজাত পরিচালনা করবেন মাওলানা সাদ কান্ধলভীর বড় ছেলে মাওলানা ইউসুফ কান্ধলভী। গতকাল শুক্রবার দুপুর সোয়া একটার দিকে জুম্মার খুৎবা দেওয়া হবে, বলেন তিনি। এদিকে বিশ্ব ইজতেমার দ্বিতীয় পর্বে ভালভাবে শেষ করতে ব্যাপক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন গাজীপুর মেট্টোপলিটন পুলিশের কমিশনার মোল্যা নজরুল ইসলাম।

তিনি বলেন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রায় ১০ হাজার সদস্য ইজতেমায় কাজ করছেন। ব্যাপক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আগত মুসল্লিদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে পুরো ইজতেমা ময়দানকে কয়েকটি সেক্টরে ভাগ করে নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।”

প্রসঙ্গত, সংরক্ষিত ইতিহাস অনুসারে মাওলানা ইলিয়াস কান্ধলভি (রহ.)-এর হাত ধরে ১৯২৭ সালে উপমহাদেশে দাওয়াত ও তাবলিগের কাজের সূচনা হয়। মাওলানা আবদুল আজিজের মাধ্যমে ১৯৪৪ সালে বাংলাদেশে তাবলিগের কাজ শুরু হয়। তাবলিগ জামাতের কাজ প্রসার লাভ করলে তাবলিগ জামাতের অনুসারীদের এলাকাভিত্তিক সম্মেলনের সূচনা করেন মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর দুই পাকিস্তান ও

ভারতে সম্মিলিত ইজতেমার উদ্যোগ নেওয়া হয়। বাংলাদেশের কাকরাইল, ভারতের ভুপাল এবং পাকিস্তানের রাইভেন্ডে ইজতেমার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ধর্মীয়, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অন্যান্য কারণে প্রথম থেকেই বাংলাদেশের ইজতেমার আয়তন অন্য দুই দেশের চেয়ে বেশি ছিল। ফলে ক্রমেই তা প্রাধান্য লাভ করতে থাকে এবং বিশ্ব ইজতেমায় রূপ নেয়।

বাংলাদেশে ইজতেমা: ১৯৪৬ সালে প্রথমবারের মতো কাকরাইল মসজিদের ভেতরে ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ১৯৪৮ সালে চট্টগ্রামের হাজি ক্যাম্পে এবং ১৯৫৮ সালে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে তাবলিগ জামাতের ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। দিন দিন লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় ১৯৬৬ সালে টঙ্গীর পাগাড় গ্রামের কাছে (টঙ্গীর মনসুর জুট মিলের নিকটে) একটি মাঠে ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই ইজতেমায় বিদেশি কয়েকটি জামাতও অংশ নেয়। এখান থেকেই এর নাম হয় বিশ্ব ইজতেমা। ১৯৬৭ সালে টঙ্গীর তুরাগ নদের পারে প্রথমবারের মতো বিশ্ব ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার তুরাগ পারের ১৬০ একর জমি তাবলিগ জামাতের জন্য বরাদ্দ দেয়। ২০১৫ সাল পর্যন্ত বিশ্ব ইজতেমা এক পর্বে অনুষ্ঠিত হতো। তবে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০১৬ থেকে একাধিক পর্বে ইজতেমা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ইজতেমা যেভাবে বিশ্ব ইজতেমা: কথিত আছে, বাংলাদেশকে বিশ্ব ইজতেমার স্থান হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল লটারির মাধ্যমে। তবে তাবলিগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলেন, বিষয়টি তাদের অজ্ঞাত। তাদের দাবি, দেশভাগের পর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ), পশ্চিম পাকিস্তান ও ভারতে পৃথক ইজতেমার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তখন একই সঙ্গে তিন ভূখণ্ডে ইজতেমা শুরু হয়। তবে অধিকসংখ্যক লোকের অংশগ্রহণ, স্বল্প ব্যয়ভার, ভিসাপ্রাপ্তির সহজতা, সাধারণ মুসলমানের আন্তরিকতা, অনুকূল পরিবেশ, সামাজিক ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশের ইজতেমা সারা বিশ্বের তাবলিগ জামাতের অনুসারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ক্রমেই বাংলাদেশ ইজতেমা বিশ্ব ইজতেমায় পরিণত হয়।

শৈলকুপায় হিন্দু সম্প্রদায়ের দু’গ্রুপের সংর্ঘষে আহত ৭

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় হিন্দু সম্প্রদায়ের দু’গ্রুপের মধ্যে সংর্ঘষে অন্তত ৭ জন আহত হয়েছেন। এসময় বাড়িঘর ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে।

মঙ্গলবার রাতে শৈলকুপা উপজেলার ধলহরাচন্দ্র ইউনিয়নের নুন্দিরগাতী গ্রামে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। আহতদের শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

সংঘর্ষে আহত পল্লী চিকিৎসক নির্মল কুমার জানান, দীর্ঘদিন ধরে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে দুটি দলের কোন্দল বিরাজ করছিল। তিনি বলেন, এ ঘটনার জের ধরে মঙ্গলবার রাতে তার উপর হামলা করে প্রতিপক্ষরা। নির্মল কুমার বিশ্বাস মাগুরা জেলার শ্রীপুর তার কর্মস্থল থেকে রাতে বাড়ী ফেরার পথে নুন্দিরগাতী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এলাকায় পৌছালে প্রতিপক্ষরা তার উপর হামলা চালায়। পরে বাড়ি ভাংচুর, নগদ টাকা ও স্বর্ণলংকারসহ মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে হিন্দু সম্প্রদায়ের দু’গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষে বিপ্লব কুমার, সঞ্জয় কুমার, বাধন কুমার, নির্মল কুমার, স্মৃতি রাণী, সুবাস কুমার ও বিশ্বজিৎ কুমার গুরুত্বর আহত হন। আহতদের শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও মাগুরা সদর হাসাপাতালে ভর্তি কনরা হয়ছে। এরমধ্যে অবস্থা গুরুতর হওয়ায় সুবাস কুমার নামে এক জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসাপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ নিয়ে গ্রামটিতে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম বলেন, সংঘর্ষের ঘটনায় একটি লিখিত এজাহার দাখিল করেছে পল্লি চিকিৎসক নির্মল কুমার। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তিনি বলেন, তদন্থ করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]